شباب

ইন্দ্র মুভিটোনের সামাজিক
কথাচিত্র

পথিক

ইন্দ্র মুভিটোন
কলিকাতা

—সংগঠনকারী—

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা	:	চারু রায়
কথা ও কাহিনী	:	মণি ঘোষ
আলোক চিত্র-শিল্পী	:	অজয় কর
শব্দ যন্ত্রী	:	গৌর দাস
সম্পাদনা	:	সামসুদ্দিন
রসায়নাগার অধ্যক্ষ	:	বি, পি, ম্যাডান
কারু শিল্পী	:	পাঁচুগোপাল দে
স্থির চিত্র	:	গোপাল চক্রবর্ত্তী
প্রচার-শিল্পী	:	অজিত সেন

চিত্র-পরিবেশক :

রায় সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার

৩নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : বি, বি, ৪৯৭

শিল্পী পরিচয়

জীবন	:	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
মা	:	মনোরমা
রেবা	:	শীলা হালদার
নন্দা	:	রমলা
নন্দার মা	:	রাজলক্ষ্মী
বৈরাগী	:	মনোরঞ্জন লাহিড়ী
অবনী	:	ভোলা মুখার্জ্জী (এঃ)
জামাইবাবু	:	সত্য মুখার্জ্জী
দিদি	:	সুহাসিনী

—অন্যান্য চরিত্রে—

চন্দ্রিকা, ইলা, পারুল, দ্বিজেন, বিজয়, ধীরেন এবং আরও অনেকে।

কাহিনী

তরুণী রেবা, সুন্দরী রেবা, সংস্কার-দোষ হীনা বিংশ শতাব্দীর আধুনিকা রেবা,—চলন, বলন, সাজপোষাকে একখানা ধারাল ছুরি যেন; আর সঙ্গে তার সহরের নবীন ডাক্তারদের অন্যতম শান্তমতি যুবক অবনী। দুজনে চলেছে মোটর চালিয়ে সহরের সীমানা ছাড়িয়ে। সংসারের পথেও এরা দুটিতেই হবে সাথী, এমনি একটা বোঝাপড়া হয়ে আছে। এমন সময় হঠাৎ অবনীর গাড়ীর কল বিকল হয়, কোন এক গ্রামের কাছাকাছি এসে। রেবার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে আসে,……

"……কী কেলেঙ্কারী বলত সন্ধ্যের ভেতর কোলকাতায় না ফিরতে পারলে দিদি, জামাইবাবু সব ভাববে কি?"

এই সমস্যার সমাধান করে, একটি সুপুরুষ গ্রাম্য যুবক—নাম তার জীবন। সে বলে জমিদার বাবুদের মোটর গাড়ীটা পাওয়া যেতে পারে হয়ত বা। পরে দেখা যায় জীবনই গ্রামের জমিদার, আর সহরের বড়লোকদের মধ্যেও নিতান্ত অপরিচিত নয় সে। তার গায়ে এসে থাকার কারণটাও দেখা গেল একটি মেয়ে…নাম তার নন্দা,……চঞ্চলা পাহাড়ী ঝরণা—দিনরাত রূপোলী রেখায় তর তর করে নেচে চলছে।

একটা অপরিচিত মেয়েকে উপযাজক হয়ে বাড়ীতে নিয়ে আসা নন্দার মোটেই ভাল লাগেনা আর কোন কথা মনে হলে সেটা মুখে না বলার ভেতর যে আধুনিকতা আছে সে তা শেখেনি। জীবন বলে,—"কী করি বল, বেচারারা বিপদে পড়েছে।"

নন্দা বলে, তাদেরও বিপদ কম নয়। গাঁয়ের লোকেরা রোজ এসে তার মাকে শাসিয়ে যায়, আজও যা তা বলে গেছে। জীবন হাসে, বলে,—"ভয় কি?"

সেইত গ্রামের জমিদার। নন্দার মনের ভেতরটা কেমন করে ওঠে যেন—সে বাধা দিয়ে বলে,—

"তুমি যেওনা, আর কাউকে দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দাও"

তবু জীবন চলে যায়—আর সে রাতেই; ঘর পুড়ে নন্দা আর তার মা গৃহহারা হয়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশের পথে।

সমস্ত গ্রাম তোলপার করেও নন্দার কোন খোঁজ না পেয়ে জীবন এসে তার মার কাছে কেঁদে পড়ে…

"এ তার অন্যায় অভিমান মা,——কোথায় সে অভিমান করে লুকিয়ে রইল? এত বড় পৃথিবীতে কোথায় তাকে খুঁজে পাব আমি?"

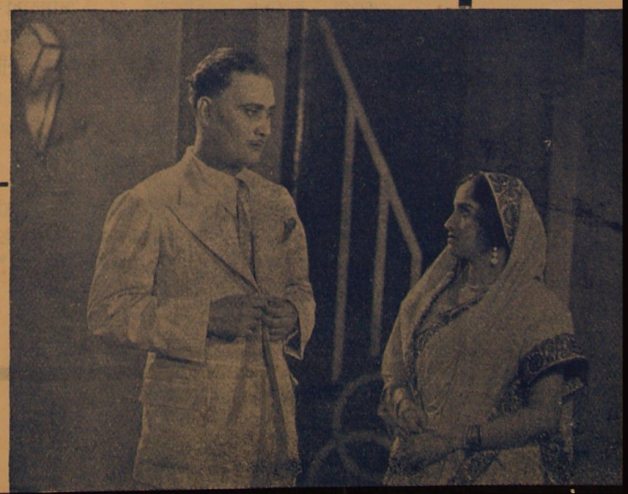

মা বলেন,—"নিয়তি। তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের কোন জোরই টেকে না খোকা!"

নন্দার মাও বলে,—"ওরে ছাড় তোর এ অভিমান নইলে আমি যে মরেও শান্তি পাব না" তবুও নন্দা অটল।

এদিকে রেবা আসে সান্ত্বনা দিতে। আহা—তাদের জন্যই না জীবন বাবুর এই বিপদ। নন্দাকে কেন্দ্র করেই এদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলে। তারপর একদিন হঠাৎ জীবন রেবাকে বলে যে সে তাকে ভালবেসে ফেলেছে।

রেবা যদিও তাকে জানায় যে, সে বাগদত্তা তবু একথা বলতেও ভোলেনা যে 'ভালবাসা অপরাধ নয়'—কারণ তার মনেও তখন ছোঁয়া লেগেছে তার হৃদয় টুকুও কেবলি কাঁপছে বেনুবনের কচি ডালের মত—

"কিছু পলাশের নেশা
কিছু বা চাঁপায় মেশা"

এদিকে অবনী সব দেখেশুনে, তার যাওয়া আসা কমিয়ে ফেলেছে অনেক এমনকি রেবার জন্মদিনের উৎসবেও তাকে দেখা যায় না। শুধু তার উপহার আসে "পুনশ্চ"। তাতে লেখা,—

"—সকল কথা বলার শেষেও মনে হয় অনেক কিছুই রইল বাকী তাই এবারে দিলুম,—"পুনশ্চ"--"

সেই সব না বলা কথা বলতেই একদিন অবনী এসে হাজির হয় রেবার বাড়ীতে কিন্তু সেদিন জীবনও এসেছে রেবাকে বেড়াতে নিয়ে যাব বলে। জীবনের খাতিরে রেবা অবনীকে ফাঁকি দেয়, বলে,——"বোস একটু, আমি এখুনি আসছি ঘুরে"

সেই একটু অবনীর কাছে, এক যুগ বলে মনে হয়। সে সিগ্রেটের পর সিগ্রেট পুড়িয়ে চলে তবু রেবার দেখা নেই। যেটা শুধু সন্দেহ ছিল অবনীর মনে সেটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। অবনী চিঠি লিখে বিদায় নেয় রেবার কাছে। পথে দেখা রেবার দিদির সঙ্গে তিনি বলেন,——

"দোষ তোমারই, কেন তুমি জোর করতে পার না? অবনী দুঃখের হাসি হেসে বলে,—"ভালবাসার উপর ভরসা ছিল তাই জোর করার কথা মনে হয়নি কখনো"

রেবা ফিরে এসে দেখে, অবনী লিখেছে

জীবনবাবু···নন্দার অভাব মেটায় তোমাকে দিয়ে। তোমার মধ্যে সে তোমাকে দেখেনা দেখে নন্দাকে। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখো।

অপেক্ষা করতে বলে গেছ, অপেক্ষাই করব। আশা আছে ভুল ভাঙ্গবে।.....ইত্যাদি

সেই চিঠি হাতে রেবা তখুনি বেড়িয়ে পড়ে। দিদি জিজ্ঞেসা করেন,——

"কোথায় চল্লি আবার?"
"জীবন বাবুর বাড়ী"
"এত রাত্রে।"
"দরকার আছে।"
তারপর.....?

তার পর এর যে বিচিত্র সমাপ্তি তাও অতি বিচিত্র ভাবে চিত্রের পর চিত্রে গেঁথে দেওয়া হয়েছে—যা দেখে আপনার চোখ ভরবে, মন ভুলবে।

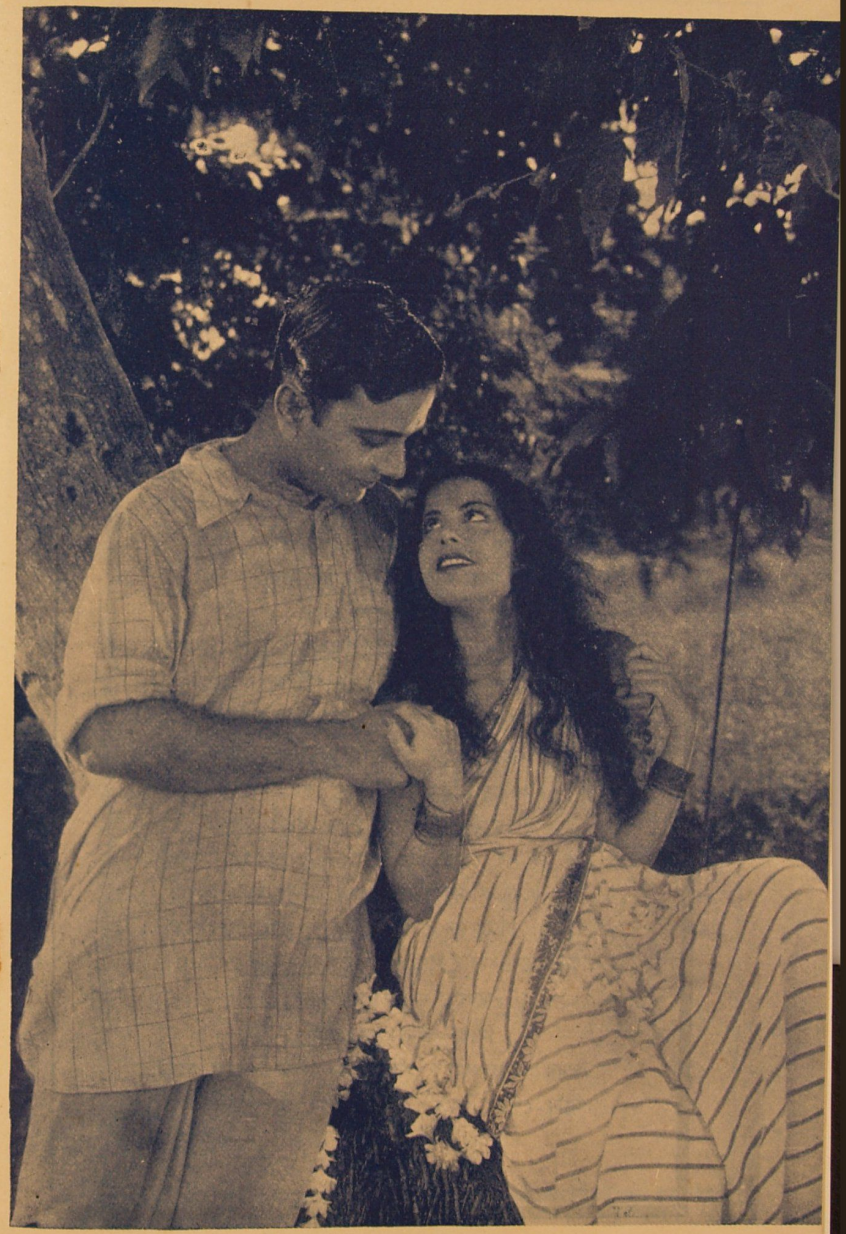

সঙ্গীতাংশ

(১)

এইত ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়,
শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়া এইত আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটীর রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে
ছোট মেয়ে ধূলায় বসে মেলার ডালি একলা সাজায়,
সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়।
আমার এযে বাঁশের বাঁশী মাঠের সুরে আমার সাধন,
আমার মনকে বেঁধেছেরে এই ধরণীর মাটীর বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা
পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দু চোখ পুরে,
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে।
দূরে যাবার খেয়াল হলে সবাই মোরে ঘিরে আমায়,
গাঁয়ের আকাশ সজনে ফুলের হাত ছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায়নি ভাই কাছের সুধা,
নাই যেরে তাই দূরের ক্ষুধা;
এই যে সব ছোট খাটো পাইনি এদের কুল কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয়নি সারা।
লাগলো ভালো মন ভোলালো এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই;
দিন রাতে সময় কোথা কাজের কথা তাইত এড়াই।
মজেছে মন মজলো আঁখি,
মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি,
ওদের আছে অনেক আশা ওরা করুক অনেক জড়ো,
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই চাইনে হতে আরো বড়।

—রবীন্দ্রনাথ—

(২)

আসা যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন,
যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীন।
সুরগুলি তার নানা ভাগে,
রেখে যাব পুষ্পরাগে
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন॥
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা
কিছু বা কোন্ চৈত্র মাসে,
বকুল চাপা বনের ঘাসে,
মনের কথার টুক্‌রো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন উদাসীন।

—রবীন্দ্রনাথ—

(৩)

কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে,
আমি চলব বাহিরে।
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে,
আর সময় নাহিরে।
ওরে বাতাস দিল দোল, দিল দোল,
এবার ঘাটের বাঁধন খোল ও তুই খোল
মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে
তরী বাহিরে।
আজ শুক্লা একাদশী,
হের নিদ্রাহারা শশী,
ঐ স্বপ্ন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।
তোর পথ জানা নাই নাইবা জানা নাই
তোর নাই মানা নাই মনের মানা নাই
সবার সাথে চলবি রাতে
সামনে চাহিরে।

—রবীন্দ্রনাথ—

(৪)

তোমার হল সুরু আমার হল সারা,
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা,
তোমার জ্বলে বাতি
তোমার ঘরে সাথী
আমার তরে রাতি
আমার আছে তারা।
তোমার আছে ডাঙ্গা আমার আছে জল
তোমর বসে থাকা আমার চলাচল।
তোমার হাতে রয়
আমার হাতে ক্ষয়
তোমার মনে ভয়
আমার ভয় হারা।

—রবীন্দ্রনাথ—

(৫)

একটুকু ছোয়া লাগে একটুকু কথা শুনি,
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।
কিছু পলাশের নেশা
কিছু বা চাঁপায় মেশা
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি।
যা কিছু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে,
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে,
যে টুকু যায় রে দূরে
ভাবনা কাঁপায় সুরে
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি॥

—রবীন্দ্রনাথ—

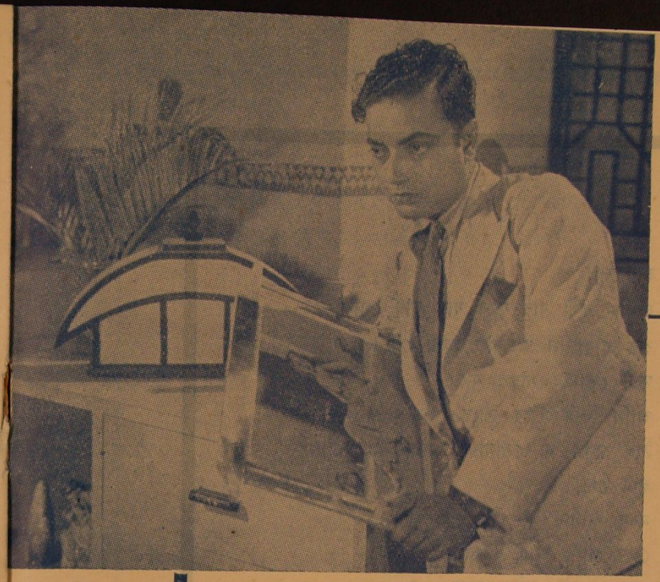

(৬)

আমি যে তার গান শুনেছি
পথের মাঝে পড়ে পাওয়া,
বসন্তেরি বৃন্ত হতে খুলে যাওয়া
দখিন হাওয়া।
রাগ লাগেনি সুপ্ত ফুলের
ফাগ জাগেনি রক্ত ধূলের
একটি শুধু গানের কলি
সলাজ সুরে স্রোতে বাওয়া
একটি পলক এসেছিল মুখে করে হাসির কণা
একটি অলক লিখেছিল আলোর বুকে আলিম্পনা
ঊষার গোপন লালের লালে
কৃষ্ণ চূড়ার ডালে ডালে
বেঁধে গেছে কথার বহর
গাওয়া নয় সে চোখের চাওয়া।

—উপেন্দ্রনাথ ঘোষ—

আসিতেছে !

ইন্দ্র মুভিটোনের

শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি
কথাচিত্র

মহাকবি কালিদাসের
লোকত্তর সৃষ্টিপ্রতিভার
অবিস্মরণীয় দান—

শকুন্তলা

ভূমিকায় : জ্যোৎস্না, ধীরাজ, অহী, সত্য,
মাধবী, মনোরঞ্জন, পূর্ণিমা, সুশীল, কাত্তিক, মঞ্জু।

সঙ্গীত পরিচালক : কৃষ্ণচন্দ্র দে

পরিচালক : জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরাধা

ভূমিকায় :
মলিনা, রাণীবালা, সুশীল রায়, অহী সান্যাল,
জহর গাঙ্গুলী, নিভাননী।

পরিচালনা : হরি ভঞ্জ

ব্রাহ্মণ-কন্যা

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্রনাট্য এবং নূতন
নায়ক-নায়িকার দ্বারা অভিনীত।

পরিচালনা : নিরঞ্জন পাল

ভীষ্ম

চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ নট-নটীর অপূর্ব্ব অভিনয়
আপনাদের মুগ্ধ করিবে।

পরিচালনা :
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্র মুভিটোনের শ্রেষ্ঠচিত্র নিবেদন
মহাকবি কালিদাসের

বাঙ্গলার প্রত্যেক নর-নারীরই এই চিত্রখানি
দেখা উচিত

ইন্দ্র মুভিটোনের প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোম্পানী হইতে মুদ্রিত।